ঝিনাইদহে মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংকুর নাট্য একাডেমী প্রথম

ঝিনাইদহে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে অংকুর নাট্য একাডেমী।

গত বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শহরের উজির আলী স্কুল থেকে মঙ্গলশোভাযাত্রা বের করা হয়।

শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সাজ সজ্জায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে অংকুর নাট্য একাডেমী।

সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস বলেন, অংকুর নাট্য একাডেমী বরাবরই আলাদা সাজসজ্জার মাধ্যমে বর্ষবরণ করে আসছে। এবারও ছিল ব্যতিক্রমী আয়োজন।

শোভাযাত্রা শেষে পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম অংকুর নাট্য একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াসের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

কোটচাঁদপুরে আধিপত্য বিস্তার ও টোল আদায়কে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিহত-২

কোটচাঁদপুর পৌর শহর এলাকায় আ.লীগের সহযোগী সংগঠনের আধিপত্য বিস্তার ও পৌরসভার টোল আদায়কে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জীবন হোসেন (১৯) ও আক্তার হোসেন (২০) নামে দুইজন নিহত হয়েছে।

এঘটনায় সাব্বির হোসেন ও সোহাগ নামে দুইজন গুরতর আহত হয়েছে। গত

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১০টার দিকে শহরের থানা সড়কের চৌগাছা বাসষ্টান্ড সংলগ্ন ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও এতিম খানার সামনে দু’পক্ষের এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

হামলার ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ইমন হোসেন ডন ও আব্বাস আলী নামে দুইজন কে গ্রেফতার করেছে। এঘটনায় এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, এলাকায় আ.লীগের সহযোগী সংগঠনের দু’পক্ষের আধিপত্য বিস্তার ও পৌর সভার টোল আদায়কে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল।

আগে যারা টোল আদায় করতেন, এবার তাদের টোল আদায় করার কথা ছিল না। কিন্তু বুধবার রাতে মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম পূর্বে যারা ছিল তাদেরকেই টোল আদায়ের ইজারা দেন। এনিয়ে রাত থেকেই ওই এলাকায় উত্তেজনা চলছিল।

বৃহস্পতিবার সকালে টোল আদায় করতে উভয়পক্ষ চৌগাছা বাসষ্টান্ড এলাকায় জড়ো হয়। এসময় অভয় পক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। এক পর্যায়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষ শুরু হয়।

এতে সলেমানপুর মালাকার পাড়ার দাউদ হোসেনের ছেলে সোহাগ, একই এলাকার নজির মালিতার ছেলে সাব্বির হোসেন, আখ সেন্টার পাড়ার ফিরোজ হোসেনের ছেলে জীবন ও এলাঙ্গী গ্রামের বাবু তালেবের ছেলে আক্তার হোসেন গুরতর আহত হয়।

স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ইশরাত জেরিন আহত জীবনকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকীদের কে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠালে পথিমধ্যে আক্তার হোসেন নামে আরো একজন মারা যায়।

এঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সলেমানপুর উত্তর পাড়ার ইকবাল হোসেনের ছেলে ইমন হোসেন ডন ও সলেমানপুর কারিগর পাড়ার আব্বাস হোসেনকে গ্রেফতার করেছে।

কোটচাঁদপুর থানার ওসি মঈন উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, পৌর সভার টোল আদায়কে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ২ জন নিহত ও ২জন আহত হয়েছে।

কুড়ালগাছিতে গাছের ডাল পড়ে গৃহবধুর মর্মান্তিক মৃত্যু

বাংলা বছরের ১ম দিনেই কাল বৈশাখীর ঝড়ে লিচু গাছের ডাল ভেঙ্গে টিনের উপর পড়ে মোমেনা বেগম (৫০) নামের এক গৃহবধুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটছে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার কুড়ালগাছি গ্রামে। মোমেনা বেগম দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ালগাছি গ্রামের স্কুল পাড়ার আমিনুল ইসলামের স্ত্রী।

জানা গেছে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর কাল বৈশাখীর তান্ডব শুরু হয়। ঝড়ের সময় আমিনুল ও তার স্ত্রী মোমেনা বেগম ঘরে অবস্থান করছিলো।

এ সময় ঘরের পাশে থাকা একটি লিচু গাছের ডাল ভেঙ্গে টিনের উপর পড়লে ঘটনাস্থলেই মারা যান মোমেনা বেগম আহত হয় তার স্বামী আমিনুল। মোমেনার মৃত্যতে এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

গাংনীতে পোশাকের দোকানে বেচাকেনায় ভাটা

প্রসিদ্ধ কাপড় বিপনন প্রতিষ্ঠান মেহেরপুরের জামান গার্মেন্টসের মনিরুজ্জামান দিপু ও গাংনীর কাজল বস্ত্রালয়ের সত্বাধিকারী হাফিজুর রহমান কাজল মলিন মুখে বসে আছেন। সেই সাথে আট,দশজন কর্মচারিও পার করছেন অলস সময়।

গেল দু’বছর করোনাকালীন সময়ে অন্তত চারটি ঈদ গত হয়েছে। সেসময় ব্যবসা হয়নি। এবার কোনো বিধি নিষেধ না থাকলেও ক্রেতা সাধারণের

দেখা নেই। শুধু কাজল বস্ত্রালয়ই বলবো কেনো, এমন দশা বিভিন্ন বিপনী বিতানের ব্যবসায়ীদের।

দ্রব্য মুল্যের উর্দ্ধগতি সেই সাথে কৃষকের মাঠের ফসল বেচা বিক্রি না হওয়ায় তারা বাজারমুখি হচ্ছেন না। আর যারা আসছেন তারাও বাজার যাচাই করেই ফিরে যাচ্ছেন। ফলে ক্রেতাশুন্য বিভিন্ন বিপনী বিতান। তবে হতাশ হয়নি ব্যবসায়ীরা। আরো কিছুদিন হলে বেচা বিক্রি বাড়বে বলে জানান পোষাক ব্যবসায়ীরা।

এবছর রমজানের রোজা,সেই সাথে পহেলা বৈশাখ। দুটি উৎসবেই বাঙ্গালীদের প্রাণের উৎসব। এসময় তরুণ তরুণী ও বয়স্করা উৎসব পালনের জন্য নানা অনুসঙ্গ কিনে থাকেন।

এর মধ্যে বিশেষ করে পাঞ্জাবী, সালোয়ার কামিজ ও শাাড়ি। গেল বছর পোশাকে ছিল বর্ষার ছাপ। নান্দনিক কারুকার্য খচিত বিভিন্ন ডিজাইনের পাঞ্জাবী ও সালোয়ার কামিজ ছিল তরুণ তরুণীদের একচেটিয়া পছন্দ।

এবারও দোকানিরা গেল বছরের টার্গেট নিয়ে এবার আমদানি করেছেন হরেক রকম বাহারী ডিজাইনের অনুষঙ্গ। কিন্তু জমে ওঠেনি কেনাকাটা।

ক্রেতা সাধারণদের মতে চলতি বছর দ্রব্য মুল্যের উর্দ্ধগতি ও ক্ষেতের ফসল বিক্রি করা না হওয়ায় কেনাকাটা করতে পারছেন না। আরো কিছুদিন পরে কেনাকাটায় বাজার মুখি হবেন ক্রেতারা।

ননদ লাভলী আক্তারকে সাথে নিয়ে গাংনী এসএম প্লাজায় এসেছিলেন ভাটপাড়া গ্রামের মৌসুমী খাতুন। বেশ কয়েকটি দোকান ঘুরেও ডিজাইন ও সুতা পছন্দ না হওয়ার অজুহাতে শুন্য হাতে বাড়ি ফিরছেন।

তাদের পছন্দ ভারতীয় নায়িকা পুষ্পার পোশাক। বাজারে আমদানীও বেশ। সামনে সপ্তাহে পরিবারের লোকজনকে নিয়ে কেনাকাটা করবেন বলে জানান তিনি।

স্কুল ছাত্রী নুসরাত জামান জানায়, পুষ্পার একটি ড্রেস পছন্দ হয়েছিল। অনেক বেশি দাম তাই নেয়া হচ্ছেনা। নতুন পোশাক পাওয়া গেলেও দাম হাকছেন বেশি। অনেকেই কেনা দামের দ্বিগুন দাম চাইছে তাই ব্যবসায়ীদের ওপর আস্থা হারিয়ে গেছে। যা কিনবো তা যাচাই করেই কিনবো ।

গাড়াডোব গ্রামের স্কুল ছাত্র তোহিদুল জানায়, কাচা বাদাম

প্যান্ট কিনবো বলে বাজারে এসেছিলাম। অনেক দাম চাইছেন। বাজারের একটি পোশাকের দোকানেও মুল্য তালিকা টাঙ্গানো নেই। আমরা দামের ব্যাপারে অনেকটাই হতাশ।

এদিকে বেশ ক’জন কলেজ শিক্ষার্থীও বাজারে ঘুরছেন। পরখ করে দেখছেন হরেক রকম ডিজাইনের পোষাক।

রকি গার্মেন্টেস এর মালিক রকি জানান, মেয়েদের পুষ্পা,আর ছেলেদের কাচা বাদাম পছন্দ। সম্প্রতি ফেসবুক ভাইরাল হওয়া ভারতের ভুবন বাদ্যকরের গায়ে থাকা পোশাকের আদলে তৈরী করা হয়েছে পোশাক। যার নাম দেয়া হয়েছে ‘কাচা বাদাম’।

অনেকেই এ পোশাক নেয়ার জন্য দোকানীদের কাছে আগেই বায়না দিয়েছেন। তবে বাঙ্গালী নারীদের চিরায়িত পোশাক শাড়ীর চাহিদা আগের মতই। নববর্ষে লাল পাড়ে সাদা শাড়ী অথবা গ্রামীণ কারুকার্য খচিত ডিজাইনের শাড়ী বেচা বিক্রি হলেও এবছর তা হচ্ছেনা।

গাংনীর জামান গার্মেন্টেসের মালিক জামান জানান, রোজা শুরুর আগের সপ্তাহে বেচা বিক্রির একটি ঝুল তোড় গেছে। রোজার দশ দিন হলো বাজারে ক্রেতা নেই। যারা আসছেন তারা পরে কিনবেন বলে ফিরে যাচ্ছেন। তবে তাদের আর দেখা মিলছেনা।

অনেকেই গ্রামের দোকান থেকেও কেনাকাটা সারছেন। জামান আরো জানান, ব্যবসা এমনই। আজ ক্রেতা না থাকলেও কাল হবে। ২০ রোজার পর বেচা কেনার চাপ বাড়তে পারে বলেও আশায় বুক বেঁধে আছেন তিনি। মেহেরপুর ও গাংনীর শহর ঘুরে দেখা গেছে বিপনী বিতানের একই চিত্র।

গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি স্বপন জনান, দীর্ঘদিনের বিধি নিষেধের পর এবার মাহে রমজান শুরু হয়েছে। মাত্র দশদিন হয়েছে। এখনো অনেক সময় সামনে। রমজানের মাঝামাঝিতে বাজার জমে উঠবে।

ব্যবসায়ীরা এখন অলস সময় পার করলেও কয়েকদিন পর দোকানে দাঁড়ানো যাবেনা। তবে ক্রেতাদের সাথে বেশি মুল্য না নিতে পারে সে ব্যাপারে সকলকেই অবহিত করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম বলেন, প্রচন্ড গরমে দিনের বেলায় ক্রেতা না থাকলেও সন্ধ্যার পর পোশাকের দোকানে ভীড় হয়। ক্রেতা সাধারণ ও ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকে বিশেষ নজরদারি করতে বলা হয়েছে।

পুলিশ সার্বক্ষনিক টহল দিচ্ছে। ব্যবসায়ীরা পোশাকের দাম অনেক বেশি চাইলে আমার কাছে অভিযোগ করার সুযোগ রয়েছে। তবে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কয়েকদিনের মধ্যেই বাজার মনিটরিং কার্যক্রম শুরু হবে।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে আমঝুপিতে পহেলা বৈশাখ উদযাপন

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যদিয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পহেলা বৈশাখ ১৪২৯ বাংলা নববর্ষ পালন করা হয়েছে।

দিনব্যাপি র্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বাংলা নববর্ষ কে নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা। নববর্ষ উপলক্ষে আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে সকাল ৯টার সময় র্যালি, বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে কবিতা আবৃত্তি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সভার সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সদর উপজেলার আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান ও আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি মোঃ বোরহান উদ্দীন আহমেদ চুন্নু। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হাফিজুজজামান, আরো ছিলেন সহকারী শিক্ষক আবুল হাসান, শরিফ আহমেদ, বশির আহমেদ, রাফিউল ইসলাম, ফারাহ হোসেন লিটন, আলহাজ উদ্দীন, হাবিবুর রহমান, আসাদুল হক, শাহানাজ পারভীন, শাজেদা বানু, নারগিজ চৌধুরী।

অপরদিকে নানা আয়োজনে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও আমঝুপি গন্ধরাজপুরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলা নববর্ষ পালন করা হয়েছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক আহম্মদ আলী, সহকারী প্রধান শিক্ষক হাসান মোঃ কামরুদ্দোজা (পরাগ)।

গন্ধরাজপুরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ কিতাব আলী, মোঃ আব্দুল করিম, মোঃ আশিক রেজা, মোঃ ওমর ফারুক লিটন, মোঃ জাহির চঞ্চল, মোঃ সোহেল রানা, মোঃ মিকাইল।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে মুজিবনগরে পহেলা বৈশাখ উদযাপন

বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মুজিবনগরে পহেলা বৈশাখ উদযাপন হয়েছে। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গন থেকে একটি বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হয়ে মুজিবনগর উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের নেতৃত্বে মঙ্গল শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানা ইনচার্জ মেহেদি রাসেল, জেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুনুর রশিদ, মোনাখালি ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান রবি, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান উপজেলা ফায়ার ব্রিগেড ও সিভিল ডিফেন্স কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিসার জাহাঙ্গীর আলম, মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম সহ উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

পরে উপজেলা পরিষদ হলরুমে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পহেলা বৈশাখ উদযাপিত

মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত হলো বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে বর্নাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমী থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসন চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

মঙ্গল শোভাযাত্রায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোঃ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস,অতিরিক্তি পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার আসাদুজ্জামান, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নাজমুল হুদা, জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

এছাড়াও মেহেরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করে। এসময় তারা বর-বধু, জেলে, কৃষক, সাপুড়ে সহ বিভিন্ন ধরনের সাজ সেজে মঙ্গল শোভাযাত্রার শোভাবর্ধন করে।

পরে জেলা প্রশাসন চত্বরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসময় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পীরা বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন সঙ্গীত ও কবিতা পরিবেশন করে জেলা প্রশাসক ড. মোঃ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মন জয় করে নেয়।

পরে বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জেলা শিশু একাডেমীর কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে ব্যবসায়ীর উপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় তিন আসামী আদালতে আত্মসম্পর্ণ

গাংনী উপজেলা শহরের ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেন ওরফে রবিনের উপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলার তিন আসামী আদালতে আত্মসম্পর্ণ করেছেন।

এরা হলেন গাংনী উপজেলা শহরের থানাপাড়া এলাকার মৃতু ইব্রাহিম জোয়ার্দ্দারের ছেলে হাবিবুর রহমান ওরফে হাবিব (২৫) সাইদুল ইসলাম জোয়ার্দ্দারের ছেলে সাগর হোসেন (১৯) ও ৯ নং ওয়ার্ডের মনিরুল ইসলাম মনির ছেলে রকি হোসেন (৪০)।

বুধবার তারা আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন না দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, গত ১১ এপ্রিল বেলা সোয়া ১ টার দিকে এসব আসামীরা গাংনী মাদ্রাসা মার্কেটের বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজের মালিক আনোয়ার হোসেন ওরফে রবিনের উপর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা করে। এতে রবিনের মাথায় আঘাঁত লাগে। এছাড়া শরীরে বিভিন্ন স্থানে ক্ষত হয়। স্থানীয়রা আনোয়ার হোসেনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

এঘটনায় রবিনের বড় ভাই জুবায়ের হোসেন উজ্জল বাদী হয়ে গাংনী থানায় এসব আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।
ব্যবসায়ীর উপর হামলার ঘটনায় গাংনী বাজারে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

বাজার কমিটির পক্ষ থেকে হামলাকারীদের আটকের ব্যাপারে প্রশাসনকে আল্টিমেটাম দেন। পুলিশ তাদের আটকে ব্যাপক তৎপরতা চালালে অবশেষে আসামীরা আদালতে আত্মসম্পর্ণ করেন।

গত ১০ এপ্রিল গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে উপজেলা আওয়ামী

লীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে গোলযোগের মধ্যে হাবিবুর রহমানের বড় ভাই সাবেক সেনা সদস্য মহিবুল ইসলামকে গণপিটুনি দিয়েছিলো প্রতিপক্ষরা। এঘটনার জের ধরেই প্রতিশোধ নিতে ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা করেন তারা।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের উদ্যোগে সিআইজি সদস্যদের মাঝে উপকরণ বিতরণ

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেনারি হাসপাতালের উদ্যোগে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ প্রকল্পের আওতায় সিআইজি সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রদর্শণীর উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকাল দশটায় উপজেলা পরিষদ মঞ্চে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার গোলাম মোস্তফা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন বলেন, খামারিরা দেশের আমিষের চাহিদা পূরণে ভুমিকা রাখছে। আজকে ভারতীয় গরুর প্রয়োজন হচ্ছে না। দেশের খামারিরা গরু পালন করে চাহিদা মেটাচ্ছেন। ছাগল হাঁস মুরগি পালন করে তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে।

তিনি বলেন, সরকার এ খাতের উন্নয়নে প্রাণী সম্পদ অফিসের মাধ্যমে নিরলস ভাবে কাজ করছেন। খামারিদের জন্য সরকার করোনা কালিন সময়ে প্রণোদনা দিয়েছে।

প্রণোদনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান খন্দকার সালমুন আহমেদ ডন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, অতিরিক্ত প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

ডাক্তার মোহাম্মদ শরিয়তউল্লাহ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার আবদুল্লাহহিল কাফি। কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শামীম রেজার পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রানী সম্পদ সম্প্রসারন কর্মকর্তা বায়োজিত খন্দকার,বীর মুক্তিযোদ্ধা মইনদ্দিন, হাবিবুর রহমান,প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, খামারিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইব্রাহিম আলী, মোছা রওশন আরা খাতুন, আলম হোসেন, বদরুল আলম, তানিয়া খাতুন, মজিরন খাতুন, মর্জিনা খাতুন, রোকেয়া খাতুন, আবুল কাশেম, লিয়াকত আলী প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্টিত হয়েছে। বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলা পরিষদ হলরুমে এই সভা অনুষ্টিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুরের সভাপতিত্বে, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আয়ুব হোসেন।

তিনি বলেন, যে কোন সময়ের চেয়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল। সকলকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আহবান জানাচ্ছি। বাংলা নববর্ষ পালন করতে হবে। বাঙ্গালির সাংস্কৃতি রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। জাতীর পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ক্ষুধা মুক্ত, দারিদ্রমুক্ত দেশ হিসেবে পরিচিত করিয়েছে। মাদক কে আমরা বয়কট করেছি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে।

বর্তমানে আলমডাঙ্গায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আগের যে কোন সময়ের চেয়ে ভাল আছে। বিশেষ করে বর্তমান ওসি সাহেব আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল রাখতে স্বর্বাত্বক চেষ্টা করছে।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডঃ সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা স্বাস্থ্য প,প,কর্মকর্তা ডাঃ হাদী জিয়াউদ্দিন আহম্মেদ, কৃষি অফিসার হোসেন শহীদ সরোওয়ার্দী, অফিসার ইনচার্জের পক্ষে ওসি তদন্ত আলিম, সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা সমাজ সেবা অফিসারের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি, শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারি, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, বিআর ডিবি কর্মকর্তা সায়লা সারমিন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার।

আরও বক্তব্য রাখেন, ইউপি চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, মৎস কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন নাহার আঁখি, ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, ইউপি চেয়ারমান মখলেছুর রহমান সিলন, হারদি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান আসিকুর রহমান ওল্টু, উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা দেওয়ান জাহাঙ্গির, সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাজমুল হক, তথ্য কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস, ভিডিপি কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম, খাদ্য কর্মকর্তা আব্দুল হামিদ, ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুল হক মিকা, নজরুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সম্পাদক হামিদুল ইসলাম,,আবাসিক প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান,,প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক,,সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম,বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, প্রমুখ। সভায় থানার অফিসার ইনচার্জ সহ বক্তাগন বলেন আলমডাঙ্গায় আইনশৃঙ্খলা আগের চেয়ে ভাল। এসময় সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানো হয়।